দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...2..6..FEB 2008...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ......

কোটা পদ্ধতির যৌক্তিক পুন: বিন্যাস দাবী

সারাদেশে তিন দিনের ছাত্র ধর্মঘট আহবান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিসিএসসহ সকল সরকারী চাকরিতে কোটা পদ্ধতির যৌক্তিক পুনঃবিন্যাসের দাবীতে দেশে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তিন দিনের ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কারের দাবীতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচী অনুযায়ী আ (মঙ্গলবার), আগামীকাল এবং আগামী বৃহস্পতিবার এ ধর্মঘট চলবে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে যানবাহনসহ সকল ক্লাস ও লাইব্রেরী বন্ধ থাকবে। তবে সকল পরীক্ষা ধর্মঘটের আওতামু থাকবে। তিন দিনের মধ্যে দাবী মানা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে ব জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা। গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *পৃঃ ২৪ কঃ*

সারাদেশে তিন দিনের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র মহাসমাবেশ থেকে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। সমাবেশে কোটাবিরোধী আন্দোলনের আহ্বায়ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র কে এম সেলিম বলেন, দাবী আদায়ের লক্ষ্যে তারা বেশ কিছুদিন ধরে অহিংস আন্দোলন করে আসছেন। সরকার এতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে এখন ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এসময়ের মধ্যে দাবী আদায় না হলে ২৯ ফেব্রুয়ারী সংবাদ সম্মেলন ডেকে আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। এসময় আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক আইনুল হক অনিক বলেন, তাদের দাবী যৌক্তিক। দাবী না মানা পর্যন্ত তারা হলে ফিরবেন না। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩ বছর পরও দেশে বৈষম্য রয়ে গেছে। এ জন্য মহ মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে বৈষম্য দূ করতে। তিনি বলেন, কোটার নামে দুর্নীতি হচ্ছে মেধাবীরা সরকারী চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছে না নিজেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দাবী করে সূর্যসেন হ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি তারিকুল ইসলাম তি বলেন, তিনি চান না মেধাবীদের অবমূল্যায়ন হোক ছাত্রদল সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক আব্দু করিম সরকার বলেন, এ দাবী আদায়ের জন্য তা জীবন দিতেও প্রস্তুত। তিনি বলেন, দেশ স্বাধী হয়েছে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে। লাখ লাখ মানুষ প্র দিয়েছেন। কোন দাবীই সরকার পক্ষ সহজে মে নেয় না। তাই তাদের আরও প্রতিবাদী হয়ে উঠে হবে।

আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক আইনুল হক অনি বলেন, কোটার যৌক্তিক সমাধানের দাবীতে মেধাবী আজ একতাবদ্ধ। কোটা যদি রাখতে হয় তবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রাখতে হবে। সেটাও হ হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নির্যাতন প্রতিরে ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক খোমেনী ইহসান বলে একটি দেশের প্রশাসন যদি মেধাহীনদের দিয়ে চলে তবে সে রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে বাধ্য। এজন্য প্রশাসনে মেধাবীদের নিয়োগ প্রাপ্তি নিশ্চিত কর হবে।

গত তিন বিসিএসের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তি বলেন, ওইসব বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূ হয়েছে মাত্র ৬-৭ শতাংশ। অবশিষ্ট কোটা কাদে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে মেধাবীরা এটা জানতে চা বিসিএসসহ সকল সরকারী চাকরিতে কোটা প্রথ যৌক্তিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র রাখার ঘোষণা দেন। একই সাথে কোটা প্রথ যৌক্তিক সমাধান না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহ রাখার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এই আন্দো চলাকালে কোন শিক্ষার্থীর কোন ধরনের নির্যাতন হলে সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা অপরাজেয় বাংলার সাম থেকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছি কার্জন হল হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষি শেষে মল চত্বরে এসে শেষ হয়।